মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।

গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

‘সময়ের অঙ্গীকার, কন্যা শিশুর অধিকার’ এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নিবার্হী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জাতীয় পার্টির জেপি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহাবুবুল হক মন্টু, পল্লী বিদ্যুৎ এর এলাকা পরিচালক রিয়াজ উদ্দিন, শিক্ষক ওয়াহিদুজামান ও রকিবুল ইসলামসহ মহিলা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষানার্থীরা।

মেহেরপুরে ডিবির অভিযানে ফেনসিডিলসহ ২ যুবক আটক

৯ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)র একটি টিম।

আটকরা হলেন, সদর উপজেলার রাইপুর মধ্যপাড়া এলাকার আল হামদু শেখের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৫) ও একই এলাকার বদর উদ্দীন শেখের ছেলে মফিজুল ইসলাম শেখ (৩৩)।

আজ মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সাড়ে ৩ টার দিকে তেরঘরিয়া বিজান বিলের সামনে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) জুম্মান খান, এএসআই মাসুদ রানা ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সাইফুল আলম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। আটক মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্র নিহত

গাংনী উপজেলার বামন্দী—কাজিপুর সড়কের হাড়াভাঙ্গা সেন্টার বাজার নামক স্থানে বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা লেগে নয়ন (১৭) নামের এক কলেজ ছাত্র নিহত ও অপরজন আহত হয়েছেন।

নিহত নয়ন গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইমাদুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে তার মামা রহিদুল ইসলামের বাড়িতে আসছিলেন। মোটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে হাড়াভাঙ্গা সেন্টার বাজারের উপর এসে মোটরাসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার একটি বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান।

এসময় মারাত্বক আাহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন। এসময় আহত হন তারা মামাত ভাই পারভেজ হোসেন (১৮)।তাকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সে সুস্থ আছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত নয়ন ও তার মামাত ভাই পারভেজে একই মোটরসাইকেলে ফিরছিলেন। মোটরসাইকেল দ্রুত গতিতে চালাতে িগেয়ে রাস্তার উপর বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনীর ভবানীপুরের আলম হোসেন নিহত

সৌদি আরবের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলেন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আলম হোসেন (৩৫)।

আলম হোসেন ভাবনীপুর গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার ইদু মিয়ার ছেলে।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় দুপুরের দিকে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের আজিজিয়া সড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত হন তিনি।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ভবানীপুর ওয়ার্ড মেম্বর রেজাউল হক জানান, আলম হোসেন মোটরাসাইকেল যোগে রিয়াদ শহরের একটি হোটেলে খাবার আনতে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন থেকে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান এই রেমিটেন্স যোদ্ধা।

২ সন্তানের জনক আলম হোসেন পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে প্রায় ১৮ বছর আগে সৌদি আরবে যান। তার এক মাত্র ছেলে সৌদি আরবে রয়েছেন। এছাড়া মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

পারিবারিকভাবে জানান, সৌদি আরবের আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে উলামাদের আলোচনা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, একটা অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন একটা স্থির অবস্থায় এসেছে।
প্রধান মন্ত্রী কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করেছেন। কওমী মাদ্রাসা থেকে পড়া লেখা করে যাতে সম্মান জনক পেশাতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে আইসিটি, গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞাণ শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যাতে তারা চাকুরীর ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ পাই। বিসিএস করে ইউএনও, ডিসি ও সচিব হতে পারেন।

মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে উলামাদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, যারা ইসলামের জ্ঞান এবং ইসলামকে নিয়ে যত বেশী চর্চা করতে পেরেছেন তিনি ততবেশী নিজেকে এবং নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। ইসলামের জ্ঞান চর্চা আমাদের চিন্তা করতে শেখায়।

একজন ভাল মানুষের প্রভাবে অনেকে ভাল হতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন,

গুজব মানুষের সব আমলকে ধংশ করে দেই। তারা গুজবের কারণে মানুষকে হত্যা করে। তাই গুজব থেকে দুরে থাকতে হবে। মাদক আমাদের সন্তানদের একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। মাদককে দমন করতে মসজিদ থেকে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম, জাতীয় ইমাম সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, ওলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সহ সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা খাদিমুল ইসলাম, ওলামা পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা জাফর আলী, মাওলানা মিনারুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে দুই শিশুকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা মায়ের !

মধুর সাথে বিষ মিশিয়ে দুই সন্তানকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন মা। মূমুর্ষ অবস্থায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে, শবশু দুটির মা মনিকা খাতুনের মাথায় সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

রবিবার (২ অক্টোবর) বিকালের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে। দুই শিশু হলো দিলরুবা (৮) ও হুসাইন (৩)। মনিকা খাতুন খাতুন কোলা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, মনিকা খাতুন তার দুই শিশুকে ডেকে নিয়ে মধুর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে জোর করে খাইয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দিলরুবা ও হোসাইন ছটফট করতে থাকে। তাদের ছটফট করতে দেখে প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে আসেন।

এ রিপোট লেখা পর্যন্ত রাত ১১ টার সময় শিশু দুজনের অবস্থা

আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। কি কারণে মা তার শিশু দুটিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো বলতে না পারলেও তারা জানিয়েছেন, মনিকার মাথায় সমস্যা রয়েছে। যে কারণে তার দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে থাকতে পারেন। এদিকে এ ঘটনার পর মনিকাকে তার পিতা-মাতা নিয়ে গেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেন বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে দুস্থ অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাইমেশিন ও চেক বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৬ জন দুস্থ অসহায় নারীর ঝে সেলাই মেশিন ও সমাজ সেবাপক্ষ থেকে হুইল চেয়ার ও চেকবিতরণ করা হেয়েছে।

আজ রবিবার (২ অক্টোবর) বেলা ১১ টার দিকে জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজ বাড়ি সংলগ্ন নিজ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব বিতরণ করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেলাই মেশিন ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নীলা হাফিয়া।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুুরে পুলিশের গত ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে এনআই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ১৯ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে এআই মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্তসহ ৫ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নন জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত একই পরিবারের ৩ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১১ আসামি রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ভর ও আজ রবিবার (২ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানা পুলিশের গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ৪২০/৪০৬ ধারায় দায়ের করা ৪০৬/২১ নং মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি এ উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে বিল্লাল হোসেন, জমি জমা জাল করার সিআর ৮৩/২২ মামলার আসামি ভাটপাড়া গ্রামের খোরশেদ আলী মন্ডলের ছেলে হারেজ মন্ডল, চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় দায়ের করা নিয়মিত মামলা নং ২০, তারিখ ২১/০৯/২২ এর আসামি বানিয়াপুকুর গ্রামের আসেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া থানায় এনআই এ্যাক্ট ১৩৮ ধারায় দায়ের করা মামলা নং ১১২১/২১ নং মামলার আসামি গাংনী শহরের খলিল উদ্দীনের ছেলে সালাউদ্দীন ও এনআই এ্যাক্টে দায়ের করা মামলা নং ৩২২৩/১৯ নং মামলায় ৬ মাসের কারাদন্ড ও দেড় লাখ টাকা জরিমানা সাজাপ্রাপ্ত আসামি জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে সাহার আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আতিক, এসআই মাসুদ, এসআই রাতুলসহ অন্যান্য অফিসার ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

এদিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পারিবারিক কলহের জের ধরে দায়ের করা নন জিআর মামলা ৪/২২ এর আসামি জয়পুর গ্রামের রবিউল ইসলাম, তার স্ত্রী আনজিরা খাতুন ও ভাই শুকুর আলীকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক, এসআই উত্তম কুমার ও এএসআই আব্দুল আলীমসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে সদর থানায় নিয়মিত মামলা নং ১ তারিখ ০১/১০/২০২২ আসামি দক্ষিণশালিকা গ্রামের মৃত জসিম উদ্দীনের ছেলে ইমাদুল ইসলাম, হেরোইন বিক্রির অভিযোগে নিয়ামিত সদর থানার মামলার আসামি গোভীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে লিখন হোসেন, লিয়াকত আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা ১১৪/২২, আর ৪০৫/২২, পি ৪০৯/২২ মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃত মহসীন আলীর ছেলে লইতু, তার ছেলে সিআর ১১৪/২২ পি—৪১০/২২ আর ৪০৯/২২ নং মামলার আসামি মো: হাসান, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি আশরাফপুর গ্রামের মৃত খাদেমুল ইসলামের ছেলে খাদিমুল ইসলাম, সিআর ১৭৬//২২ মামলার আসামি পিরোজপুর গ্রামের গোলাম খাঁর ছেলে আব্দুর রশিদ, সিআর ২৬২/২২ পি—৪১৩/২২ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজপাড়া এলাকার ফিরোজ উদ্দীনের ছেলে শওকত ওসমান ও তার ভাই সিআর ২৬৯/২২, পি—৪১২/২২ মামলার আসামি উজ্জল হোসেন ও পারিজারি আইনে ১৩/২২ আর—৪১০/২২, পি ৪১৪/২২ নং মামলার আসামি কুতুবপুর গ্রামের আমির উদ্দীনের ছেলে জহিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদধী রাসেলের নির্দেশে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

আজ রবিবার (২ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

গাংনীর বাওটে আশা অফিসের সিঁড়ি

ও রুমের মধ্যে ছোপ ছোপ রক্ত, নিখোঁজ পিওন,

বেসরকারী এনজিও আশা’র অফিস কক্ষের সিঁড়ি ও রুমের মধ্যে ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে আছে। কিন্তু কোনো দেহ নেই। এ ঘটনায় হ্মিপ্ত জনতা শাখা ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন।

আজ রবিবার (২ অক্টোবার) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামে এনজিও সংস্থা আশা’র ব্রাঞ্চ অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ রয়েছেন ওই অফিসের পিওন কাম কুক হৃদয় হোসেন (১৮)। হৃদয় হোসেন গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান

হৃদয় হোসেনের ভাই বিজয় জানান, গতরাতে তার অফিসের ম্যানেজারসহ ৪/৫ জন লোক আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে ভাইকে নিয়ে আসেন। সে তাদের সাথে এসে আর ফিরে যায়নি। সকালে হৃদয়কে তার কর্মস্থল এনজিও আশা’র বাওট ব্রাঞ্চে খুঁজতে যায়। খুঁজতে গিয়ে রুমের মধ্যে ও সিঁড়িতে ছোপ ছোপ রক্ত পেলেও হৃদয় হোসেনের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এসময় স্থানীয়রা ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক কে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে হেফাজতে নেন।

নিখোঁজ হৃদয়ের ভাই বিজয় জানান, আশার ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপক সাথে একই অফিসের মাঠ কর্মী সামিয়া খাতুনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। কয়েকদিন আগে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আমার ভাই ভিডিয়ো ধারন করেছিলো। পরে সেই ভিডিয়ো ধারন নিয়ে ম্যানেজার আমার ভাইকে হুমকীও দিয়েছিলো।

হৃদয়ের মা আক্তার বানু বলেন, গতকাল রাতে হৃদয়ের বাড়িতে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন লোক খাওয়া দাওয়া করে হৃদয়কে অফিসে নিয়ে আসে ম্যানেজার। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি সে। ধারনা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে।

এদিকে আজ সকাল থেকে আশা অফিসে কোনো কর্মকর্তা বা মাঠ কর্মীকে পাওয়া যায়নি। সবাই পলাতক রয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ম্যানেজারকে উদদ্ধার

করেছে। বর্তমানে নিখোঁজের বডি আশেপাশের জঙ্গল বা পুকুরসহ অন্যান্য স্থানে খোঁজা হচ্ছে।